ঈশ্বর প্রবঞ্চনা

রিচার্ড ডকিন্স

রিচার্ড ডকিন্স। আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের অন্যতম। নিজেই আজ যেন নিজের পরিচিতি, এক কথায় জীবিত কিংবদন্তী। পেশায় বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এর আগে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগেও অধ্যাপনা করেছেন বহুদিন। অক্সফোর্ডে প্রাণীবিদ্যায় পি.এইচ.ডি (ডি.ফিল) করেছেন ১৯৬৬ সালে; পরবর্তীতে সম্মানসূচক ডক্টোরেট ডিগ্রী পেয়েছেন ওয়েস্ট মিনিস্টার, ডারহাম, হাল সহ একগাদা নামিদামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৮৯ এ ডি.এস.সি। নেচার, সায়েন্স সহ প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর শতাধিক প্রবন্ধ। বৈজ্ঞানিক মহলে শুধু নয়, এর বাইরে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী এবং সমাজসচেতন লেখালিখির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ড. রিচার্ড ডকিন্সের খ্যাতি আজ আক্ষরিক অর্থেই তুঙ্গস্পর্শী। বিবর্তনের মত জটিল বিষয় রিচার্ড ডকিন্সের নিপুন রং-তুলিতে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে পাঠকের ক্যানভাসে; ‘ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার’, ‘সেলফিশ জিন’, ‘আনোয়েভিং দ্য রেইনবো’, ‘ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইম্প্রোবেবল’, ‘ডেভিলস চ্যাপ্লেইন’ এবং ‘অ্যান্সেসটর টেল’ সহ অসংখ্য পাঠকনন্দিত জনপ্রিয় ধারার বিজ্ঞানভিত্তিক বইগুলো যেন তারই সার্থক মঞ্চায়ন। ডকিন্স-ছন্দে বিমোহিত পাঠক আজ বিজ্ঞানের মত ‘নিরস’ বিষয়ের মধ্যেও খুঁজে পায় অনুপম মহাকাব্য। সম্প্রতি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল রিচার্ড ডকিন্সের লেখা নিয়ে মন্তব্য করেছে- ‘যদি বিজ্ঞান জিনিসটা কারো হাতে সত্যি সত্যি কাব্যে রূপ নেয়, তবে সে ব্যক্তির নাম রিচার্ড ডকিন্স’। সেজন্যই বোধ হয় বিজ্ঞান-লেখক হওয়া সত্ত্বেও ২০০৫ সালে অর্জন করেছেন ‘শেক্সপিয়র পুরষ্কার’ যা এতদিন কেবল সাহিত্যিকদের কপালেই জুটতো। বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যবোধ ছাড়াও ডকিন্সের যে ব্যাপারটি পাঠকদের আলোড়িত করে তা হল সামাজিক দায়বদ্ধতা। বিশ্বের সংখ্যালঘু নাস্তিক এবং মানবতাবাদীদের অধিকার রক্ষায় আজকের বিশ্বে এক উদীপ্ত ‘চার্বাক’ যেন তিনি! নীতি-নৈতিকতার ব্যাপার-স্যাপারগুলো যে ঈশ্বর-প্রদত্ত ‘গায়েবী’ কিছু নয়, কিংবা ধার্মিকদের একচেটিয়া নয়, তা ডকিন্সের লেখালিখিতে দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন ও যুক্তিবাদী করে তুলতে লেখালিখির পাশাপাশি সভা-সমিতি সেমিনারের আয়োজন করছেন, কখনও বা যোগদান করেছেন নিজের আগ্রহেই, চষে বেড়াচ্ছেন সারা পৃথিবী। ২০০৬ সালে ইংল্যান্ডের ‘চ্যানেল ফোর’ -এ তাঁর উপস্থাপনা ও গ্রন্থনায় প্রদর্শিত হয় ‘দ্য রুট অব অল ইভিল’ নামের নব্বই মিনিটের তথ্যচিত্র। ধর্ম জিনিসটা যে কেবল বহুল প্রচলিত ‘শান্তির আঁকর’ নয় বরং সময় সময় হয়ে ওঠে অশান্তি, হিংসা ও বিদ্বেষের হাতিয়ার তাই স্পষ্ট করেছেন ডকিন্স তার তথ্যচিত্রের মাধ্যমে, সেই সাথে হয়েছেন কোন কোন মহলে ‘বিতর্কিত’। সম্প্রতি নিজ উদ্যোগে তৈরী করেছেন ‘রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন’। সাংবাদিক গোর্ডি স্ল্যাক রিচার্ড ডকিন্সকে বর্ণনা করেছেন ‘খোলস ছেড়ে বেরুনো পৃথিবীর

খ্যাতনামা জীবিত নাস্তিক বিজ্ঞানীদের অন্যতম' হিসেবে। আরেক লেখক টেরি ইগ্লেটন ডকিন্সকে অভিসিক্ত করেছেন- 'বার্ট্রান্ড রাসেলের পর সবচেয়ে খ্যাতনামা প্রফেশনাল নাস্তিক' অভিধায়। তাঁর সর্বশেষ বই - 'দ্য গড ডিলুশন' এখন পর্যন্ত বিগত বাইশ সপ্তাহ ধরে নিউয়র্ক টাইমসের 'বেস্ট সেলার' তালিকায় রয়েছে। শুধু তাঁর লেখা নয়, ডকিন্স আজ নিজেই যেন পরিণত হয়েছেন গবেষকদের 'গবেষণার বিষয়' হিসেবে। খোদ রিচার্ড ডকিন্সের উপরই আজ তাবৎ রথী-মহারথী বিজ্ঞানী আর দার্শনিকেরা বই লিখছেন। এমনি একটি বই 'Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think'। ২০০৬ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত বইটিতে ড. হেলেনা ক্রোনিন, ড. মাইকেল রুজ, ড. ডেনিয়াল ডেনেট, ড. ম্যাট রিডলী, স্টিভেন পিঙ্কারের মত লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা অভিমত দিয়েছেন কেন ডকিন্সকে আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী চিন্তাবিদ হিসেবে গ্রন্য করা হয়।

২০০৪ সালের প্রোসপেক্ট ম্যাগাজিনের জরিপে ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ডকিন্স ছিলেন শীর্ষস্থানে। ডকিন্স রয়্যাল সোসাইটির সাহিত্য পুরষ্কার পেয়েছেন ১৯৮৭ সালে, একই বছর পেয়েছেন লস এঞ্জেলেস টাইমস সাহিত্য পুরষ্কার, লন্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটির রৌপ পদক পেয়েছেন ১৯৮৯ সালে, ১৯৯০ সালে পেয়েছেন মাইকেল ফ্যারাডে পুরষ্কার। ন্যাকায়্যামা পুরষ্কার পেয়েছেন ১৯৯৪ সালে। পঞ্চম আন্তর্জাতিক কসমস পুরষ্কার পেয়েছেন ১৯৯৭ সালে, কিৎসলার পুরষ্কার পেয়েছেন ২০০১ সালে, একই বছর পেয়েছেন ইতালীর প্রেসিডেন্সি পুরষ্কার। মানবতাবাদের প্রতি বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৫ সালে নির্বাচিত হয়েছেন 'হিউম্যানিস্ট অব দ্য ইয়ার' । ২০০৬ সালে বিবিসির পাঠক এবং দর্শকদের ভোটে 'পারসন অব দ্য ইয়ার'ও নির্বাচিত হয়েছেন ড. রিচার্ড ডকিন্স।

মুক্তমনার পাঠকদের জন্য 'ঈশ্বর প্রবঞ্চনা' (God Delusion) বইটির প্রথম অধ্যায়ের ('ডিপলি রিলিজিয়াস ননবিলিভার') কিছু অংশ ড. ডকিন্সের অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হল। মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের পক্ষ থেকে বাংলাভাষায় পুরো বইটি অনুবাদ করার ব্যাপারে কথা চলছে। আলোচনা ফলপ্রসু হলে বইটি ২০০৮ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হতে পারে । অনুবাদের কপিরাইট মুক্তমনা কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। আমাদের লিখিত অনুমতি ব্যতীত লেখাটির সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ বা পুনঃপ্রকাশ কপিরাইটের লংঘন হিসেবে পরিগনিত হবে।

প্রথম অধ্যায়: গভীরভাবে ধর্মীয় অবিশ্বাসী

- রিচার্ড ডকিন্স

একটি কিশোর সবুজ ঘাসের ওপর অধোমুখে শায়িত, ওর চিবুক দু'হাতের তালুর ওপর বিশ্রাম করছে। হঠাৎ করেই সে অভিভুত হয়ে পড়ল জটপাকানো কিশলয় আর শিকড়ের উচ্চকিত সচেতনতায়, কিম্বা ক্ষুদ্র জগতে বনের আবির্ভাবে, অথবা পিঁপড়া ও ঝিঁঝিঁ পোকার রূপান্তরিত এক জগতের আকস্মিক উপস্থিতিতে; এমন কি অভিভুত হয়ে উঠতে পারে, যদিও সে সময় অত বিশদ জানত না, কোটি কোটি

ব্যাক্টেরিয়ার সমাহার ক্ষুদ্র জগতের স্বল্প পরিসরে নিশ্চুপ ও অদৃশ্যভাবে পুঞ্জীভুত হয়ে ওঠায়। অকস্মাৎ মনে হল, সবুজ ঘাসের চাদরের ক্ষুদ্র বনানীটি যেন ফুলে ফেঁপে উঠল এবং মহাবিশ্বে সাথে এক হয়ে মিশে গেল; আর বালকটি নিবিষ্ট মন নিয়ে এর গভীরে হল আত্মমগ্ন। এই অভুতপূর্ব অভিজ্ঞতার সে ব্যখ্যা দাঁড় করাল ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে – একটি অলৌকিক ঘটনা রূপে। পরবর্তীকালে কেশোরটি পরিণত হল একজন পুরোপুরি পুরোহিতে। তিনি এঙ্গলিয়ান পুরোহিত হিসেবে দীক্ষিত হলেন, এবং হয়েছিলেন আমার বিদ্যালয়ের ধর্মগুরু (chaplain) ও আমার একজন প্রিয় শিক্ষক। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর মত চমৎকার উদারপন্থী একজন পাদ্রী পেয়েছিলা – এ আমার ভাগ্য; কাজেই আমাকে কেউ বলতে পারবে না যে সে সময় ধর্মের অমৃত আমাকে গলাধঃকরন করানো হয়েছিল।

অন্য কোন মুহূর্তে এবং অন্য কোথাও, ঐ কিশোরটি হতে পারতাম আমি – নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের নীচে – অভিভুত হচ্ছি কালপুরুষ (Orion), কাশ্যপেয় (Cassiopeia) এবং সপ্তর্ষী (Ursa Major) প্রভৃতি তারাপুঞ্জের মোহনীয় দৃশ্যে, মোহিত হচ্ছি অশ্রসজল চোখে ছায়াপথের অশ্রুত সঙ্গীতের মুর্চ্ছনায়, অথবা লাল জেসমিনের (frangipani) রাতের সুবাসে এবং আফ্রিকার উদ্যান থেকে ভেসে আসা উগ্র ঘ্রানযুক্ত ফুলের সৌরভে আমি বিমোহিত। প্রশ্ন হচ্চে একই ধরণের অনুভুতি বা হৃদয়াবেগ আমার ধর্মগুরুকে ঠেলে নিয়ে গেল একদিকে, আর আমাকে ঠিক বিপরীতে, অন্যদিকে – কিন্তু কেন ? উত্তরটি বিস্তু সহজ নয়। প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের প্রতি আধা-মরমী সাড়াদান বিজ্ঞানী ও যুক্তিবাদীদের মধ্যে এবটি সাধারণ ঘটনা। এর সাথে আধিভৌতিক বা অতিপ্রাকৃত (Supernatural) বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। আমার ধর্মগুরু, অন্তত শৈশবকালে, আমার মনে হয় ডারউনেরে 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিজের' (Origin of Species) সমাপনী পংক্তিগুলোর কথা জানতেন না (এবং আমিও না), সেই বিখ্যাত 'এনট্যাঙ্গল্ড ব্যাংক' (entangled bank) অনুচ্ছেদটি, যার অভ্যন্তরে রয়েছে সেই অনুপম কথাগুচ্ছ ঃ "যেখানে ঝোপঝাড়ের ওপর পাখীরা গাইছে, যেখানে বিচিত্র ধরণের পোকা-মাকড় ইতস্তত ঘুরছে-ফিরছে, আর যেখানে আর্দ্র মাটির নীচে কীট-কৃমিরা গুটিগুটি করে প্রবেশ করছে .. .. । " তিনি যদি এই কথাগুলো তখন জানতেন তাহলে তৎক্ষণাৎ এই কথাগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে যেতেন, আর পরিণামে পাদ্রী না হয়ে, হয়ে উঠতে পারতেন একজন ডারউইনবাদী এবং বিশ্বাস করতেন, সবকিছুরই 'উৎপন্ন হয়েছিল আমাদের চতুর্দিকে ক্রিয়াশীল নিয়মের ভেতর দিয়ে'ঃ*

> সুতরাং, প্রকৃতির যুদ্ধ থেকে, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু থেকে – অধিকাংশ সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যবান বস্তুনিচয়, যা আমরা কল্পনা করতে পারি, যেমন উচ্চতর জীব-জন্তুর উৎপত্তি, সরাসরি উপজাত হয়। জীবনের এইমত দৃষ্টিভঙ্গিতে মহত্ত আছে, যার সাথে জড়িয়ে আছে নানা প্রকৃতির ক্ষমতা, যা আদিতে কতিপয় রূপে বা এককে নিঃশ্বস-প্রশ্বাস গ্রহণ করত; এবং যখন চিরন্তন অভিকর্ষের নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রহটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকল, অতি সরল আরম্ভ থেকে অন্তহীন রূপে প্রাণের বিবর্তন ছিল চমৎকার ও বিস্ময়াপন্ন, এবং তা ক্রমাগত বিবর্তিত হচ্ছে।

'পেল ব্লু ডট' এ (Pale Blue Dot) কার্ল সাগান (Carl Sagan) লিখেছিলেন ঃ

> এটি কি রকম ব্যাপার হল য়ে, কোন ধর্মই বিজ্ঞানের প্রতি সামান্যতম দৃষ্টিপাত করে বলেনি, "এটি আমরা যা ভেবেছিলাম তার চাইতে ভাল। আমাদের পয়গম্বরা যা বলেছিলেন তার চাইতে মহাবিশ্ব কি অনেক বৃহৎ, মহত্তর, সুক্ষ্মতর, অধিকতর সুচারু ?" পরিবর্তে তাঁরা বলেন, "না, না, না। আমার দেবতা এক ক্ষুদ্র দেবতা, এবং আমি চাইব তাকে সে ভাবেই রাখতে।" মহাবিশ্বের বিশালতার ওপর, যা ইতোমধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান প্রকটিত

* মূলে ইংরেজী বাক্যটি ছিল all was `produced by laws acting around us'.

> করেছে, যে ধর্ম, তা পুরাতনই হোক আর নতুনই হোক, অধিকতর গুরুত্ব দেবে সেই ধর্ম অবশিষ্ট শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করতে পারবে; এবং মনে হয় না যে প্রথাগত বিশ্বাস থেকে উৎক্ষরিত ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধাকে ধর্ম আর ধরে রাখতে পারবে।

কার্ল সাগানের বইগুলো তুরীয় বিস্ময়ের স্নায়ু-প্রান্তকে স্পর্শ করে – যে অপার বিস্ময়কে গত শতাব্দীগুলোতে ধর্ম এতদিন নিজের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আমার লেখা বইগুলোও একই আকাঙ্খাতেই লেখা। ফলে আমি এও শুনতে পাই যে, আমি না কি গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠ। জনৈক আমেরিকান ছাত্র আমাকে লিখেছিল যে সে তার অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমার সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা আছে কি না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'অবশ্যই'। 'তাঁর ইতিবাচক বিজ্ঞান ধর্মের সাথে সঙ্গতিহীন, কিন্তু তিনি প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের চারপাশে মোমের পালিশ লাগিয়ে হর্ষোৎফুল্ল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। আমার কাছে এটাই তো ধর্ম।' কিন্তু ধর্ম কি সঠিক শব্দ ? আমার তা মনে হয় না। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদ (এবং নাস্তিক) স্টিভেন ভাইনবার্গ (Steven Weinberg) তাঁর 'ড্রিম অব ফাইনাল থিওরি' গ্রন্থে (Dream of Final Theory) অনেকের মতই এ বক্তব্য রেখেছিলেন ঃ

> অনেকে ঈশ্বর সম্পর্কে বেশ উদার, প্রশস্ত এবং নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন – ফলে এটি অসম্ভব নয় যে তারা যেখানে ঈশ্বরকে খুঁজবে সেখানেই তাঁর দেখা শিলবে। আমরা এমন কথাও বলতে শুনি – 'ঈশ্বরই হলেন চরম বা শেষ পরিণতি', কিম্বা 'ঈশ্বর হলেন প্রকৃতির সুন্দরতম প্রকাশ', অথবা 'ঈশ্বরই হলেন মহাবিশ্ব'। অবশ্যই, যে কোন শব্দের মত ঈশ্বর শব্দের ওপরও আমরা পছন্দ মত অর্থ আরোপ করতে পারি। আপনি যদি বলতে চান 'ঈশ্বরই শক্তি' অবশ্যই তা বলতে পারেন, এবং তাহলে আপনি একখণ্ড কয়লাতেও তাঁর সন্ধান পাবেন।

ভাইনবার্গ অবশ্য সঠিক বলেছেন যে ঈশ্বর শব্দটি জনগণ সাধারণত যে ভাবে বোঝে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত ঃ অর্থাৎ একজন আলৌকিক সৃষ্টিকর্তাকে চিহ্নিত করতে এবং যিনি আবার "আমাদের যথাযথ উপাস্য"।

অতিপ্রাকৃত ধর্ম থেকে আইনস্টানীয় ধর্মকে পৃথক করতে না পারার ব্যর্থতার কারণে অনেক দুর্ভাগ্যজনক সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময়, নানা প্রসঙ্গে আইনস্টাইন ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করেছেন (এবং বলাবাহুল্য, তিনিই একমাত্র নাস্তিক বিজ্ঞানী নন, যিনি এ কাজ করেছেন), যার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আর এটি করতে প্রয়াস পেয়েছেন অতিপ্রকৃতিবিদরা; এঁরা অতি উৎসাহে মহান চিন্তাবিদকে তাদের নিজেদের বলে দাবী করে এই ভ্রান্তি বিলাসে ইন্ধন জুগিয়েছেন। স্টিফেন হকিন্সের 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (A brief History of Time) বইটির – "তাহলে ঈশ্বরের মনে কী আছে তা আমরা জানতে পারব" – এই নাটকীয় (না কি দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত?) সমাপ্তি বাক্যটির গঠনশৈলী কুখ্যাতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। এর ফলে ভুলক্রমে হলেও মানুষ বিশ্বাস করে যে, হকিন্স হলেন একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। 'দ্য সেক্রেড ডেপথ্ অব নেচার' এ (The Sacred Depths of Nature) কোষ জীববিজ্ঞানী উরসুলা গুডএনাফ (Ursula Goodenough) যে সব উক্তি করেছেন তাতে তাঁকে মনে হতে পারে হকিন্স বা আইনস্টাইনের তুলনায় অধিকতর ধর্মনিষ্ঠ। তিনি গির্জা, মন্দির, মসজিদ ভালবাসেন এবং তাঁর পুস্তকের অসংখ্য অনুচ্ছেদ অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে এনে অতিপ্রাকৃত ধর্মের পক্ষে গোলা বারুদ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন কি তিনি নিজে 'ধর্মপ্রাণ প্রকৃতিবাদী' (Religious Naturalist) হিসেবে আখ্যায়িত হতে ভালবাসেন। কিন্তু তবুও যত্নের সাথে তাঁর বইটি পড়লে সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হবে যে, আমি যতটা কঠোর নাস্তিক, তিনিও, প্রকৃতপক্ষে ততটাই।

প্রকৃতিবাদী একটি অনিশ্চিতার্থক (দ্ব্যর্থক) শব্দ। আমার কাছে এটি আমার শৈশবের নায়ক হিউ লোফটিংয়ের (Hufgh Lofting) ডক্টর দোলিটলকে (Dolittle) ঐকান্তিকভাবে আবাহন করার মত (যিনি প্রসঙ্গক্রমে হলেন এমন ব্যক্তি যার রয়েছে তার চারপাশে এইচ এম এস বিগলেব (HMS Beagle) মত 'দার্শনিক' প্রকৃতিবাদীর ('philosopher'naturalist) স্পর্শ । অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবাদী বলতে যা বোঝান হত আজও শব্দটি সে অর্থেই আমাদের কাছে বোধগম্য ঃ প্রাকৃতিক জগতের একজন শিক্ষার্থী। গিলবার্ট হোয়াইট থেকে শুরু করে প্রকৃতিবাদীরা এই অর্থে অধিকাংশই ছিলেন পাদ্রী। আর ডারউইন নিজেও চেয়েছিলেন চার্চে যোগ দিতে – এই আশায় যে চার্চে তাঁর নিরুপদ্রক্ষ গ্রামীন জীবনে ঝিঁঝিঁ পোকার প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি নিয়ে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু দার্শনিকেরা 'প্রকৃতিবাদী'কে অনেক বেশী ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন – ঠিক 'অতিপ্রকৃতিবাদী'র (supernaturalist) বিপরীত অর্থে। জুলিয়ান বাজ্জিনি (Julian Baggini) 'নাস্তিকতা'য়[*] প্রসঙ্গটির ব্যখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

> 'অধিকাংশ নাস্তিকরা বিশ্বাস করেন যে যদিও মহাবিশ্ব একই প্রকার পদার্থে পরিপূর্ণ এবং তা হল ভৌত, তাহলেও এই ভৌত বস্তু থেকেই আসে মন, সৌন্দর্য, আবেগ, নৈতিক মূল্যবোধ .. .. এক কথায় জীবন প্রপঞ্চের সকল স্বরগ্রাম – যা মনুষ্য জীবনকে সমৃদ্ধ করে।'

মস্তিস্কের অভ্যন্তরে সংঘটিত ভৌত সত্তাদিও অতি জটিল মিথষ্ক্রিয়া থেকে উদ্ভুত হয় মানুষের চিন্তা ও আবেগ। একজন নাস্তিক ব্যক্তি এই অর্থে দার্শনিক প্রকৃতিবাদী যিনি মনে করেন প্রকৃতি ও পার্থিব জগতের বাইরে কিছু নেই, দৃশ্যমান মহাবিশ্বের অন্তরালে ওৎ পেতে থাকা অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিশীল কোন বৃদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব নেই, দেহাতীত আত্মা নেই এবং নেই কোন অলৌকিকতা – ব্যত্যয় কেরল যে এমন কিছু প্রাকৃতিক প্রতিভাস রয়েছে যা আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি নি। যদি এমন কোন ঘটনা থেকে থাকে যা আমাদের কাছে এখনও ব্যাখ্যাতীত, আমরা মনে করি অদূর ভবিষ্যতে আমরা এর রহস্য উন্মচনে সমর্থ হব, এবং তা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার পরিমন্ডলে থেকেই। অমরা যখন রংধনুর রহস্য ভেদ করি, এর অপার সৌন্দর্য - চমৎকারিত্ব কিন্তু বিন্দুমাত্রহ্রাস পায় না।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও, আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা কিন্তু মোটেও ধর্মবাদী (religious) নন যখন আপনি তাদের বিশ্বাসগুলোকে অভিনিবেশ সহকারে বিশ্লেষণ করে দেখেন। একথা নিঃসন্দেহে আইনস্টাইন ও হকিন্সের ক্ষেত্রে সত্যি। বর্তমান 'এস্ট্রনমার রয়্যাল' ও 'রয়্যাল সোসাইটির' সভাপতি মার্টিন রিস (Martin Rees) বলেছিলেন যে তিনি চার্চে যান একজন 'অবিশ্বাসী এঙ্গলিকান (unbelieving Anglican) হিসেবে .. .. ট্রাইবটির প্রতি অনুগত্যতা বশতঃ।' তাঁর কোন ধর্মীয় বিশ্বাস নেই, তবে কাবিত্বময় প্রকৃতিবাদে অংশ নেন যা মহাবিশ্ব অন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যেও জাগিয়ে তোলে, যাদের কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি টেলিভিশনে প্রচারিত কথপোকথনে প্রসঙ্গক্রমে আমার বন্ধু ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ও ব্রিটিশ ইহুদিবাদের একজন স্তম্ভ, আমার বন্ধু রবার্ট উইনস্টোনকে (Robert Winston) চ্যলেঞ্জ ছুরে দিয়েছিলাম এটি স্বীকার করাতে যে তাঁর ইহুদিবাদিতা (Judaism) হল এই প্রকৃতির এবং তিনি সত্যিই এমন কিছুতে বিশ্বাস করেন না যা অতিপ্রাকৃত। তিনি এটি প্রায় স্বীকার করে নিলেও, শেষ পর্যন্ত বেড়ার আড়ালে আশ্রয নিলেন (সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে তিনিই আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন, এর উল্টোটা নয়)। আমি চেপে ধরলে তিনি বলেছিলেন যে ইহুদি ধর্ম তাঁকে

[*] বইটির পুরো শিরোনাম ঃ Atheism: A Very Short Introduction to the meaning of an atheis's commitment to nautralism

শৃঙ্খলার মাধ্যমে জীবন গঠনে সাহায্য করেছিল এবং সুন্দর জীবন যাপন করাতে শিখেয়েছিল। হয়তো তা ঠিক; কিন্তু তা, অবশ্যই, অতিপ্রাকৃত কোন দাবীর মূল্যের ওপর সামান্যতম প্রভাবও রাখে না। অনেক নাস্তিক বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যাঁরা গর্বের সাথে নিজেদের ইহুদি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং ইহুদি রীতি নীতি পালন করেন – সম্ভবত প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ অথবা নিহত আত্মীয় স্বজনদের প্রতি আনুগত্যের কারণে; এ ছাড়াও কারণ হল হতবুদ্ধ ও সংশয়ী ইচ্ছায় নিজেকে সর্বেশ্বরবাদী ভক্তিমতের সাথে চিহ্নিত করা, যা আমরা অনেকেই এর মহান প্রবর্তকের (exponent) সাথে অংশ নিতে চাই, তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন। তারা হয়তো বিশ্বস করে না, তবে ড্যানিয়েল ডেনেটের (Dan Dennette) শব্দগুচ্ছ ধার করে বলা যায়, তারা 'বিশ্বসের ওপর বিশ্বাস রাখে' (believe in belief)।

ব্যপকভাবে বহুল উদ্ধৃত আইনস্টাইনের একটি মন্তব্য হল 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খঞ্জ, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। (Science without religion is lame, religion without science is blind)'। কিন্তু আইনস্টাইন এও তো বলেছিলেন, 'আমার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আপনারা যা পড়েন তা অবশ্যই মিথ্যা, এটি এমন এক মিথ্যা যা ক্রমান্বয়ে পদ্ধতিগতভাবে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। আমি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না এবং কখনও অস্বীকার করি নি বরং পরিস্কারভাবে প্রকাশ করেছি। আমার মধ্যে যদি এমন কোন কিছুকে ধর্মীয় বলে সনাক্ত করা যায় তা হল বিশ্বের গড়নের জন্য আমার অনাবিল প্রশংসা, যে বিশ্ব-গড়নকে আমাদের বিজ্ঞান এ পর্যন্ত উন্মোচিত করেছে।'

উক্ত বক্তব্য থেকে কি মনে হতে পারে যে, আইনস্টাইন স্ববিরোধিতা করেছিলেন ? তাঁর কথাগুলো কি উভয় পক্ষের সমর্থনে তুলে এনে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়? না। 'ধর্ম বা রিলিজিয়ন' শব্দটিকে আইনস্টাইন একেবারেই ভিন্ন বিছু কিছু অর্থে ব্যবহার করেছেন যা প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত 'ধর্ম' শব্দ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতিপ্রাকৃত বা আলৌকিক ধর্ম ও আইনস্টাইনীয় ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে আমি যখন অগ্রসর হচ্ছি, মনে রাখবেন যে আমি কেবল অতিপ্রাকৃত দেবতার বিভ্রান্তি বা প্রবঞ্চনা নিয়ে কথা বলছি।

আইনস্টাইন থেকে আরও কতিপয় উদ্ধৃতি চয়ন করা যাক, যা থেকে তাঁর ধর্ম-প্রকৃতির কিছুটা সৌরভ পাওয়া যাবে:

> আমি গভীরভাবেই ধর্মীয় অবিশ্বাসী (religious non believer)। এটিকে বলা যেতে পারে এক শ্রেণির নতুন ধর্ম।
>
> আমি কখনও প্রকৃতির ওপর কোন উদ্দেশ্য আরোপ বা এর সাথে কোন লক্ষ্য যুক্ত করিনি। অথবা এমন কিছু আরোপ করতে চাই না যার ব্যাখ্য হতে পারে 'নৃ-রূপকাশ্রিত' (anthropomorphic)। প্রকৃতির মধ্যে আমি যা দেখি তা হল এর চমকপ্রদ গড়ন (structure) – যার রহস্য আমরা কেবল সামান্য ও অসম্পূর্ণতঃ উন্মোচন করতে পেরেছি, এবং প্রকৃতির এই বিশাল বিস্ময় যে কোন চিন্তাক্ষম মানুষকে বিনয় ও নম্রতায় ভরিয়ে দেয়। এ হল এক সত্যিকার ধর্মীয় অনুভুতি (religious feelings) যার সাথে অবশ্য মরমীবাদের (mysticism) কোন সম্পর্ক নেই।
>
> ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণা আমার কাছে একেবারেই ভিনদেশী (alien) এবং এমন কি মনে হয় বেশ সরলও।

আইনস্টাইনের মৃত্যুর পরে সংখ্যাধিক্যের সুবিধাটুকু পুঁজি করে ধর্মবাদীরা বোধ্য কারণেই তাঁকে নিজেদের বলে দাবী করতে থাকে। সমকালীন ধার্মিক সহকর্মিদের অনেকে অবশ্য তাঁকে দেখেছিলেন নিজেদের থেকে অনেক আলাদা করে, ভিন্ন দৃষ্টিতে। ১৯৪০ সালে আইনস্টাইন তাঁর সেই যে বিখ্যাত উক্তি – 'আমি ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না', এর সমর্থনে একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধ এবং এ ধরণের অনেক বক্তব্যে ধর্মীয় গোড়াদের কাছ থেকে আসা চিঠির ঝড় উঠেছিল সে সময়। এর মধ্যে অনেকগুলো তাঁর ইহুদি-উৎসকে পরোক্ষ কটাক্ষ করে লেখা হয়েছিল। আইনস্টাইনের বক্তব্যের যে নির্যাস পরবর্তী অংশে তুলে ধরা হয়েছে তা ম্যাক্স জাম্মেরের (Max Jammer) লেখা 'আইনস্টাইন এন্ড রিলিজিয়ন' (Einstein and Religion) পুস্তকটি থেকে। (আমার ব্যবহৃত আইনস্টাইনের ধর্ম বিষয়ক উদ্ধৃতিগুলোর মূল উৎসও এই গ্রন্থটি)।

কানসাস শহরের রোম্যান ক্যাথোলিক বিশপ বলেছিলেন, "এটা খুবই দুঃখজনক যে, যে লোকটি ওল্ড টেস্টামেন্ট বর্ণিত জাতি থেকে উদ্ভুত এবং ঐ ধর্মগ্রন্থ থেকে শিক্ষালাভ করেছে সে কিনা আজ সেই জাতির মহান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছে।' অন্য ক্যাথোলিক পাদ্রীরাও একই সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন ঃ 'ব্যক্তি ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কোন ধরণের ঈশ্বর নেই। .. .. আইনস্টাইন জানেন না তিনি কী বলছেন। তিনি যা বলছেন সব ভ্রান্ত । কিছু ব্যক্তি, যেহেতু কোন বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে কারণে মনে করেন যে সব ব্যাপারেই মতামত ব্যক্ত করতে তারা পারদর্শী।' ধর্ম এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে যে কারো বিশেষজ্ঞ সাজার দাবী বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়া যায় না। যেমন, কোন এক 'পরী-বিশেষজ্ঞ' এসে হুট করে পরীদের ডানার যথার্থ আকৃতি ও রং নিয়ে লেকচার দিতে থাকলে ঐ পাদ্রী মহোদয় নিশ্চয় বিনা বাক্য ব্যয়ে তার কথা মেনে নেবন না। তিনি ও বিশপ উভয়ই মনে করেন যে, যেহেতু আইনস্টাইনের ধর্মতত্ত্বের ওপর কোন প্রশিক্ষণ নেই, তাই তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেন নি। কিন্তু এ কথা সত্য নয়, আইনস্টাইন ভালমতই জানতেন তিনি কী অস্বীকার করছেন।

জনৈক যুক্তরাষ্ট্রীয় রোমান ক্যাথোলিক আইনজীবী, যিনি সমগ্র খ্রিশ্চিয়ান চার্চ সম্মেলনের (ecumenical coalition) পক্ষে কাজ করতেন, এক সময় আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন ঃ

> আপনি এমন বন্তব্য রেখেছেন যাতে আমরা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি, ... কারণ এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ঈশ্বরের ধারণাকে আপনি পরিহাস করেছেন। গত দশ বছরে কোন কিছু এমনভাবে হিসেব করে দেখা হয় নি যাতে জনগণ মনে করতে পারে যে জার্মানী থেকে ইহুদী বিতাড়নের পেছনে হিটলারের সামান্যতম যুক্তি থাকতে পারে, যা আপনার বক্তব্য করেছে। আপনার বাক স্বাধীনতা অবশ্যই আছে স্বীকার করে নিয়েও, আমি বলব আপনার (ঈশ্বর সম্বন্ধে) বক্তব্য য়ুক্তরাস্ট্রে অশান্তির বৃহত্তম উৎস হিসেবে দেখা দিয়েছে।

জনৈক নিয়র্কবাসী চিকিৎসক উক্তি করেছেন, "আইনস্টাইন অবশ্য প্রশ্নাতীতভাবে বড় মাপের বিজ্ঞানী, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদী-ধর্ম থেকে একশত আশি ডিগ্রি' বিপরীতে অবস্থিত।

'কিন্তু' ? 'কিন্তু' ? কেন নয় 'এবং' ?

নিউ জার্সিতে একটি ইতিহাস সোসাইটির সভাপতি চিঠি লিখেছিলেন যা এত জঘন্যভাবে ধর্মীয় মনোভাবের দুর্বলতা প্রকাশ করেছে যে এটি দুবার পঠনযোগ্য ঃ

> আমরা আপনার বিদ্যামত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ড. আইনস্টাইন; কিন্তু একটি জিনিষ রয়েছে যা আপনি শেখেন নি: ঈশ্বর হল একটি চৈতন্যময় সত্তা / চেতনা (spirit) যাঁকে দূরবীক্ষণ বা অুবীক্ষণ দিয়ে ধরা যায় না, ঠিক যেমন মগজকে বিশ্লেষণ করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে বা আবেগকে দেখা যায় না । যেমনটি সবাই জানে ধর্মের ভিত্তি হল বিশ্বাস, জ্ঞান নয় । প্রতিটি চিন্তাক্ষম ব্যক্তি মাত্রই, সম্ভবত কোন না কোন সময় ধর্ম নিয়ে সন্দেহ-ভীতিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে । আমার নিজের বিশ্বসও অনেকবার চির খেয়েছে । কিন্তু আমার অধ্যাত্মিক অপেরনের কথা কারও কাছে কখনও প্রকাশ করি নি দুটি কারণে ঃ (১) আমার ভয় হত যে এটি প্রকাশ করলে এমন কি সামান্য ইঙ্গিতও, আমার কোন কোন সহযোগীর জীবন ও আশার বিচলন ঘটাতে ও ক্ষতি সাধন করতে পারে; (২) কারণ আমি একজন লেখকের সাথে একমত, যিনি বলতেন, "যে কোন ব্যক্তির মধ্যে সঙ্কীণ লক্ষণ থাকতে পারে যা কোন ব্যক্তির বিশ্বাসকে ধ্বংস করে দিতে পারে । ' .. .. আমি আশা করি , ড. আইনস্টাইন, আপনার বক্তব্যকে ভুলভাবে উত্থাপন করা হয়েছে, এবং আপনি অচীরেই অধিকতর মধুর কথা আমেরিকান জনগণের বিশাল অংশকে শোনাবেন যারা আনন্দের সাথে আপনার মত প্রতিভাকে সম্মান জানাতে চায় ।

কি মারাত্মকভাবে হৃদয় উন্মোচিত পত্র! প্রতিটি বাক্যে যেন বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ভিরুতা ঝরে ঝরে পড়ছে ।

কম হেয় প্রতিপন্নকারী, কিন্তু অধিকতর মর্মন্তুদ হল ওকলাহোমায় অবস্থিত 'ক্যাভালরি তাবের্নাকল এসোসিয়েশনের' (Cavalry Tabernacle Association) প্রতিষ্ঠাতার লেখা চিঠিটি ঃ

> প্রফেসর আইনস্টাইন, আমার বিশ্বাস আমেরিকার প্রতিটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আপনাকে জবাব দেবে, 'আমরা আমাদের ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের ওপর থেকে আমাদের বিশ্বাস সরিয়ে নেব না, কিন্তু আপনি যদি এই জাতির জনগণের ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করেন তাহলে আমরা আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যেতে ।' আমি ইস্রাইলের কল্যাণে আমার ক্ষমতায় যথাসাধ্য করেছি, এক্ষং তখন আপনি এদেশে চলে এলেন, এবং সাথে আপনার ঈশ্বর নিন্দুক জিহ্বা নিসৃত একটি বাক্য; ইস্রাইলকে ভালবাসে এমন সব খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমাদের দেশ থেকে ইহুদি বিদ্বেষ দমন করতে যা পারে সে তুলনায় ঐ ধর্মবিদ্বেষী বাক্যটি আপনার জনগণের স্বার্থের অনেক বেশী ক্ষতি করেছে । প্রফেসর আইনস্টাইন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আপনাকে এখনই প্রত্যুত্তর দেবে, 'আপনার পাগলাটে ও ভ্রান্ত বিবর্তনবাদকে সাথে নিয়ে জার্মানীতে ফিরে যান, যেখান থেকে এসেছেন; অন্য বিকল্পটি হল যে জনগণ এদেশে আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে গ্রহণ করেছে ঠিক সেই সময় যখন আপনার নিজদেশ আপনাকে পালাতে বাধ্য করেছে সেই জনগণের বিশ্বাসকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন ।'

তাঁর আস্তিক সমালোচকরা একটি বিষয়ে সঠিক যে আইনস্টাইন তাদের একজন নন । তাঁকে যে বলা হত যে তিনি একজন আস্তিক তা তিনি বাববার দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করে এসেছেন । তবে কি তিনি ভলতেয়ার বা দাইদেরতের মত প্রত্যাদেশবিরেধী ঈশ্বরবাদী ? অথবা স্পিনেজার মত সর্বেশ্বরবাদী – যাঁর দার্শনিক মতবাদের তিনি প্রশংসা করেছেন ঃ 'আমি স্পিনেজার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি বিরাজমান শৃঙ্খলাময় ঐকতানে যিনি নিজেকে মেলে ধরেছেন, এমন কোন ঈশ্বরে নয় যিনি নিজেকে মানুষের ভাগ্য কর্ম ও ভালমন্দের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন ।

ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষার অর্থ নিয়ে দু'একটি কথা বলা যাক । একজন আস্তিক বা ঈশ্বরবাদী (theist) অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তায় (supernatural intelligence) বিশ্বাসী, যিনি প্রথমেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির আসল কাজটি সম্পন্ন করা ছাড়াও, তিনি এখনও আশে পাশেই আছেন তাঁর সৃষ্টির তদারকির জন্য এবং তাঁর আদি সৃষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য । অনেক আস্তিক্যবাদী বিশ্বাস পদ্ধতিতে দেবদেবীরা মনুষ্য বিষয়ে নিবিরভাবে

সম্পৃক্ত থাকেন ।[*] তিনি (ঈশ্বর) ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দেন, পাপ ক্ষমা করেন বা শাস্তি দেন, আলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে জগতে হস্তক্ষেপ করতে ভালবাসেন, মন্দকাজ ও ভালকাজ নিয়ে মাথা ঘামান এবং তিনি জানেন কখন তা আমরা করব (এমনকি করার চিন্তা করলেও) । একজন প্রত্যাদেশ বিরোধী আস্তিক'ও (deist) অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাসী, কিন্তু তিনি এমন একটি সত্তা যিনি কেবল যে নিয়মাদি প্রথমদিকে সৃষ্ট মহাবিশ্ব পরিচালনা করে সেই সব তৈরীতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, অন্য কোন বিষয়ে নয় । প্রত্যাদেশ বিরোধী আস্তিকের ঈশ্বর এর পর থেকে আর কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি, এবং মনুষ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে অবশ্যই তাঁর কোন আকর্ষণ নেই । সর্বেশ্বরবাদীরা (pantheist) অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরে (supernatural God) বিশ্বাস করে না, তবে তারা ঈশ্বর শব্দটি ব্যবহার করে প্রকৃতির নাতিপ্রাকৃত সমার্থক শব্দ (non-supernatural synonym) রূপে । অথবা মহাবিশ্বকে বোঝাতে, কিংবা পরিপূর্ণ নিয়মাদি বোঝাতে, যে নিয়মাদির মাধ্যমে প্রকৃতির ক্রিয়াদি সম্পাদিত হয় । প্রত্যাদেশ বিরোধীরা কট্টর ঈশ্বরবাদীদের থেকে স্বতন্ত্র এই অর্থে যে তাদের ঈশ্বর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না, পাপ বা স্বীকারোক্তিতে (confessions) কোন ঔৎসুক্য নেই, আমাদের মনের কথা পড়তে পারেন না, চমকপ্রদ আলৌকিকত্ব দেখিয়ে জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না । প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বরবাদীরা সর্বেশ্বরবাদীদের থেকে এই হিসেবে স্বতন্ত্র যে তাদের ঈশ্বরের রূপটি একধরণের 'মহাবৈশ্বিক বুদ্ধিমত্তা' – অন্যদিকে সর্বেশ্বরবাদীদের ঈশ্বর হল আলঙ্কারিক বা রূপক (metaphoric) – যেন মহাবিশ্বের নিয়মাবলীর জন্য চয়ন করা কবিত্বময় প্রতিশব্দ । সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) হল প্রমত্ত নাস্তিকতার এক কাব্যময় প্রকাশ, আর প্রত্যাদেশ বিরোধী ঈশ্বরবাদ আমার চোখে জল দিয়ে লঘুকৃত আস্তিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

এ কথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে আইনস্টাইনবাদ (Einsteinism) বা আইনস্টাইনের নামে কথিত ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতবাদ কোন ক্রমেই প্রত্যাদেশ বর্জিত আস্তিকতা নয়, এবং অবশ্যই বিশুদ্ধ আস্তিকতার প্রকাশও নয় । যে বাক্যাবলী বা উদ্ধৃতিসমূহ তাঁর ধর্ম-দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশক বলে ধরা হয় সেগুলো বিবেচনা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় । এ ধরণের প্রায়শ উদ্ধৃত বাক্যাবলীর মধ্যে রয়েছে, যেমন ঃ 'ঈশ্বর সুক্ষ্মানুভুতিময় (subtle) কিন্তু প্রতিশোধপরায়ন নন', 'তিনি পাশা খেলেন না', 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কি কোন বিকল্প ছিল', ... । 'ঈশ্বর পাশা খেলেন না' – এ বাক্যটির অনুবাদ হওয়া উচিত ''সকল বস্তুর অন্তরে 'ইতস্ততা' (randomness) বিরাজ করে না'' । 'মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কী কোন পছন্দ ছিল' - এ কথার অর্থ 'মহাবিশ্ব কী অন্য কোন প্রক্রিয়ায় বা পদ্ধতিতে শুরু হতে পারত?' আইনস্টাইন 'ঈশ্বর' শব্দাটকে বিশুদ্ধ রূপক (metaphoric) ও কাব্যিক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন । স্টিফেন হকিন্সও, এবং অধিকাংশ পদার্থবিদই আইনস্টানীয় অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন, বিশেষ করে যে সব পদার্থবিদ ধর্মীয় অলঙ্কারিক ভাষার আশ্রয় নিতে ভালবাসেন । পল ডেভিসের (Paul Davies) রচিত 'ঈশ্বরের মন" (The Mind of God), আমার মনে হয়, আইনস্টানীয় সর্বেশ্বরবাদ ও এক ধরণের অস্পষ্ট প্রত্যাদেশ বর্জিত ঈশ্বরবাদের মধ্যবর্তী স্থানে ইতস্তত বিচরণ করে । এ কাজের জন্য অবশ্য পল ডেভিসকে টেম্পল্টন পুরস্কারে (Templeton Prize)[*] ভূষিত করা হয়েছিল ।

---

[*] উদাহরণ হিন্দু পৌরাণিক ধর্মে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ছাড়াও অনেক ছোটখাটো দেবদেবী (লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী, কার্তিক, বিশ্বকর্মা ..) মানুষের জীবনের সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে । ঠিক তেমনি ইসলামপূর্ব আরবে কাবার অসংখ্য দেবদেবী কোরাইশ ও অন্য আরব গোত্রের মানুষদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত ।

[* *] টেম্পল্টন ফন্ডেশন (Templeton Foundation) থেকে প্রতিবছর পুরস্কার হিসেবে বিপুল অর্থ একজন বিজ্ঞানীকে প্রদান করা হয় । বিজ্ঞানীকে অবশ্য ধর্ম সম্পর্কে কিছ কিছু সুন্দর কথা বলতে হয় ।

আইনস্টাইনীয় ধর্মকে আইনস্টাইনেরই একটি উক্তি দিয়ে সার সংক্ষেপ করা যাক, 'সব ঘটনা বা কাজের আড়ালেই এমন কিছু রয়েছে যা আমাদের মন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ এবং যার সৌন্দর্য ও মহিমা আমাদের কাছে অপ্রত্যক্ষ ও ক্ষীন প্রতিফলন হিসাবে পৌঁছায়- সেটাই ধর্মপরায়নতা। এই অর্থে আমি ধর্মবিশ্বাসী।' সেভাবে দেখলে আমিও তো একজন ধর্মবিশ্বাসী যদিও এ সীমাবদ্ধতাটিকে পাশ কাটিয়ে - উপলব্ধি করতে ব্যর্থ মানে এই নয় যে কখনোই উপলব্ধি করা যাবে না। তবে আমি নিজেকে ধর্ম বিশ্বাসী বলতে ইচ্ছুক নই এই কারণে যে এতে করে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। যেহেতু বেশীরভাগ লোকের ক্ষেত্রে 'ধর্ম' মানে হচ্ছে 'অতিপ্রাকৃতিক' ধরনের কিছু একটা, কাজেই এ ধরনের শব্দচয়ন চরমভাবে বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কার্ল স্যাগান খুব চমৎকারভাবে বলেছেন, 'ঈশ্বর বলতে যদি বিশ্বজগতকে নিয়ন্ত্রন করা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রসমূহকে বোঝায় তবে সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই ঈশ্বর আবেগগত সন্তুষ্টি বিধানে অক্ষম——— অভিকর্ষের সূত্রকে প্রার্থনা করা খুব একটা সুস্থতার লক্ষণ নয়।'

মজার বিষয় হচ্ছে, ১৯৪০ সালে আইনস্টাইনের ব্যক্তি-ঈশ্বরকে অস্বীকার করাকে তুমুল আক্রমণ চালাতে গিয়ে ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব আমেরিকার প্রফেসর রেভারেন্ড ডঃ ফুলটন জে শীন (Fulton J. Sheen) স্যাগানের এই যুক্তিকে ম্লান করে দিয়েছেন। প্রফেসর শীন শ্লেষাত্মকভাবে জিজ্ঞেস করেন যে, কেউ কি ছায়াপথের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত কিনা। তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি আইনস্টাইনের পক্ষে নয় বরং বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরছেন। তিনি বলেন, 'তার cosmical ধর্মে মাত্র একটিই ত্রুটি আছে। তিনি cosmical ধর্ম শব্দগুচ্ছে একটি অতিরিক্ত 's' অক্ষর ব্যবহার করেছেন।' না, আইনস্টাইনের বিশ্বাসে comical বা হাস্যাস্পদ কিছু নেই। তা সত্ত্বেও আমি আশা করবো যে, পদার্থবিদেরা ঈশ্বর শব্দটি তাদের বিশেষ রূপক অর্থে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন। পদার্থবিদদের রূপক বা সর্বেশ্বরবাদী ঈশ্বর বাইবেলে বর্ণিত নাক গলানো, অলৌকিক ঘটনা পারঙ্গম, মানব চিন্তা সম্পর্কে পুর্নাঙ্গ জ্ঞাত, পাপের শাস্তি প্রদানকারী, প্রার্থনায় সাড়াদানকারী ঈশ্বর, পাদ্রী, মোল্লা, যাজক বা সাধারণ ভাষার থেকে লক্ষ যোজন দূরের বিষয়। আমার কাছে, এই দুইয়ের সংমিশ্রন বড় ধরনের বৌদ্ধিক বিশ্বাসঘাতকতারই সামিল।

মুক্তমনার পাঠকদের জন্য ড. ডকিন্সের 'ঈশ্বর প্রবঞ্চনা' বইটির প্রথম অধ্যায়ের কিছু অংশ তাঁর অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হল। মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের পক্ষ থেকে বাংলাভাষায় পুরো বইটি অনুবাদ করার ব্যাপারে কথা চলছে। আলোচনা ফলপ্রসু হলে বইটি ২০০৮ সালের বইমেলায় প্রকাশিত হতে পারে। অনুবাদের কপিরাইট মুক্তমনা কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। আমাদের লিখিত অনুমতি ব্যতীত লেখাটির সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ বা পুনঃপ্রকাশ কপিরাইটের লংঘন হিসেবে পরিগনিত হবে।